

92pc of BD exports to UK to remain duty-free after LDC graduation

Says British envoy during meeting with ICCB

FE REPORT

After Bangladesh leaves the Least Developed Country (LDC) group, 92 per cent of its export items will still enjoy zero duty in the United Kingdom (UK). Also, more than 99.8 per cent of Bangladeshi products will continue to enjoy zero duty in the UK until 2029, said British High Commissioner to Bangladesh, Ms Sarah Cooke.

She shared this hopeful news during a meeting with Mahbubur Rahman, President of the International Chamber of Commerce (ICC) Bangladesh, and other executive members of the Chamber at the ICCB secretariat in Dhaka on Monday.

ICC Bangladesh President Mahbubur Rahman highlighted the long-standing and dynamic relationship between Bangladesh and the United Kingdom, rooted in deep historical ties, vibrant people-to-people connections, and robust trade.

He underscored the UK's position as one of Bangladesh's largest export destinations, particularly for ready-made garments, and acknowledged the active presence of British companies in Bangladesh's financial services, energy, and education sectors.

He also expressed the hope for enhanced economic collaboration, and deepening

UK eyes stronger ties with BD in education, green energy, aviation

cooperation on global challenges such as climate change and sustainable development.

Ms Sarah Cooke said the UK is committed to strengthening its partnership with Bangladesh, especially in increasing trade and investment in both directions.

She praised Bangladesh's progress towards graduating from Least Developed Country (LDC) status and underscored the importance of diversifying exports to sustain economic growth.

She said the UK is still a key export market for Bangladesh and is helping the country's exporters through the Developing Countries Trading Scheme (DCTS). This allows Bangladeshi products to enter the UK without import tax (zero tariff) on 99.8 per cent of items until 2029. After that, 92 per cent of product lines, including garments, will still have zero tariffs.

Ms Cooke said higher education, climate finance, renewable energy, and aviation could be important areas for future partnership.

She also said that the UK is supporting women entrepreneurs and helping them access the UK market.

During the meeting, ICCB members suggested more UK support for capacity building, skill development, and scholarships for higher education.

ICCB Vice Presidents A K Azad and Naser Ezaz Bijoy, along with Board Members Abdul Hai Sarker, Aftab Ul Islam, Anwar Ul Alam Chowdhury Parvez, Md Fazlul Hoque, Mir Nasir Hossain, Sayeed Ahmed, Showkat Aziz Russell, Simeen Rahman, Banking Commission Chair Muhammad A (Rumeel) Ali, DBL Group MD M A Jabbar, and ICCB Secretary General Ataur Rahman attended the meeting.

They welcomed the High Commissioner's initiative and echoed the call for deepening business-to-business and institution-to-institution linkages between the two nations.

The meeting was also attended by Saiyab Amal Ahmed, Deputy Director of Trade & Investment, British High Commission, ICCB General Manager Ajay Bihari Saha and Deputy General Manager Syeda Shahnewaz Lotika.

tonmoy.wardad@gmail.com



সমকাল

25 JUN 2025

২০২৯ সালের পরও শুক্রমুক্ত সুবিধা পাবে বাংলাদেশি পণ্য

■ সমকাল প্রতিবেদক

বাংলাদেশ ছাড়াও দেশ বা এলডিসি থেকে বের হবে ২০২৬ সালের নভেম্বর মাসে। এলডিসি হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশের পণ্য আমদানিতে যুক্তরাজ্যে শুক্রমুক্ত সুবিধা রয়েছে। বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক জানিয়েছেন, জেভেলপিং কাউন্সিল ট্রেডিং স্কিম (ডিসিটিএস) আওতায় বাংলাদেশের পণ্যের জন্য ২০২৯ সাল পর্যন্ত ৯৯ দশমিক ৮ শতাংশ পণ্যে শুক্রমুক্ত সুবিধা অব্যাহত থাকবে। ২০২৯ সালের পরও বাংলাদেশের ৯২ শতাংশ পণ্য এ স্কিমের আওতায় শুক্রমুক্ত সুবিধা পাবে, যার মধ্যে তৈরি পোশাক অন্যতম।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার গত সোমবার আইসিসি বাংলাদেশ (আইসিসিবি) কার্যালয়ে সংগঠনের সভাপতি মাহবুবুর রহমান এবং নির্বাহী বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে এক বৈঠকে এই তথ্য জানান। আইসিসিবি গতকাল এক সবাদ বিজ্ঞপ্তিতে যা উল্লেখ করেছে।

আইসিসিবি সভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের দীর্ঘদিনের শক্তিশালী ও গতিশীল সম্পর্ক ঐতিহাসিক বন্ধন, জনগণ-পর্যায়ের গভীর যোগাযোগ এবং দৃঢ় বাণিজ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ রপ্তানি গন্তব্য হিসেবে চিহ্নিত, বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পের। বাংলাদেশের আর্থিক সেবা, জ্বালানি এবং শিক্ষা বাতে ব্রিটিশ কোম্পানিগুলোর সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়নের মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুক্তরাজ্যের সহযোগিতা বাড়ানোর পাশাপাশি অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব আরও জোরদারের আশা করেন।

আইসিসিবির সঙ্গে বৈঠকে ব্রিটিশ হাইকমিশনার

সারাহ কুক বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণের সুপারিশ করেন। ভবিষ্যৎ সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে হাইকমিশনার উচ্চশিক্ষা, জলবায়ু অর্থায়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং বিমান চলাচল বাতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

বৈঠকে আইসিসি বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা দক্ষতা উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রবর্তনে যুক্তরাজ্যের আরও সহায়তার আবেদন জানান। বৈঠকে আইসিসি বাংলাদেশের সহসভাপতি এ. কে. আজাদ ও নাসের এজাজ বিজয় এবং নির্বাহী বোর্ড সদস্য আব্দুল হাই সরকার, আফতাব উল ইসলাম, আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী (পারভেজ), ফজলুল হক, মীর নাসির হোসেন, সাঈদ আহমেদ, শওকত আজিজ রাসেল, সিমিন রহমান, ব্যাংকিং কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এ. (কমি) আলী, ডিবিএল গ্রুপের এমডি এম. এ. জব্বার এবং আইসিসিবির মহাসচিব আতাউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।



প্রথম আবেদন

25 JUN 2025

আইসিসিবির সঙ্গে বৈঠক
রপ্তানি বহুমুখীকরণের
পরামর্শ ব্রিটিশ
হাইকমিশনারের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে বাংলাদেশকে রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারা হ কুক।

গতকাল মঙ্গলবার ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি) বাংলাদেশের নির্বাহী পর্যদের সদস্যদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ কথা বলেন সারা হ কুক। রাজধানীর গুলশানে আইসিসি বাংলাদেশের কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারা হ কুক বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে যুক্তরাজ্যের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সহসভাপতি এ কে আজাদ ও নাসের এজাজ বিজয়; নির্বাহী বোর্ড সদস্য আবদুল হাই সরকার, আফতাব উল ইসলাম, আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী, মো. ফজলুল হক, মীর নাসির হোসেন, সাঈদ আহমেদ, শওকত আজিজ রাসেল, সিমিন রহমান; ব্যাংকিং কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এ (ক্রমি) আলী; ডিবিএল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এম এ জাকার এবং আইসিসিবির মহাসচিব আতউর রহমান।



বণিক বার্তা

25 JUN 2025

ইউরোপের বাজারে কমেছে গমের দাম



বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ইউরোপীয় গমের
রফতানি মূল্য সম্প্রতি
খুব ব্যয়বহল হয়ে
পড়েছিল। এমন
পরিস্থিতি এ অঞ্চলের
রফতানি প্রতিযোগিতায়
প্রভাব ফেলতে পারে

বলে উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। ফলে
গত সোমবার তা কিছুটা কমে এসেছে। এছাড়া
দরপতনের পেছনে মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের কারণে
ইউরোপীয় বাজারে সামগ্রিক চাপ ও শিকাগো
বাজারে দরপতনও প্রভাব ফেলেছে। পাশাপাশি
ইউরোপে ভালো ফলনের পূর্বাভাস দাম কমান
আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ। যবর বিজনেস
রেকর্ডার।

প্যারিসভিত্তিক ইউরোনেক্সট বাজারে সেপ্টেম্বরে
সরবরাহের চুক্তিতে মানসম্পন্ন গমের দাম গত
সোমবার কমেছে ১ দশমিক ৭ শতাংশ। প্রতি
টনের মূল্য দাঁড়িয়েছে ২০৫ ইউরোয় (২৩৬
ডলার ৪৭ সেন্ট)। একই সময় শিকাগো বোর্ড
অব ট্রেডে (সিবিওটি) গমের দাম ২ দশমিক ৩
শতাংশ কমে প্রতি বুশেলের (৬০ পাউন্ড) মূল্য
নেমে আসে ৫ ডলার ৭০ সেন্টে (টনপ্রতি ২০৯
ডলার ৪০ সেন্ট)।



বাণিক বাজী

25 JUN 2025

এফবিসিসিআইয়ের সঙ্গে বিশ্বব্যাপক মিশনের সভা বাণিজ্য সহজীকরণে সব সেবা একক কর্তৃপক্ষের অধীনে আনার পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের টেকসই উন্নয়ন, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য প্রক্রিয়া সহজীকরণের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত সব সেবা একক কর্তৃপক্ষের অধীনে নিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা। রাজধানীর গুলশানে গতকাল ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট (টিএফএ) ট্র্যাকিং টুলস মিশনের মধ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ব্যবসায়ীরা এসব পরামর্শ তুলে ধরেন।

এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় বিশ্বব্যাপক রিনিয়র ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন স্পেশালিস্ট মেলভিন স্প্রেইজ, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন কনসালট্যান্ট থেরেসা মরিসে এবং রিনিয়র ট্রান্সপোর্ট স্পেশালিস্ট ও টার্ন টিম লিডার নুসরাত নাহিদ বেবি উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় দেশে ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় হ্রাস, উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, অবকাঠামো, লজিস্টিকস এবং ল্যাব সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেন ব্যবসায়ী নেতারা। সভায় বাণিজ্য সহজীকরণ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের বক্তব্য শোনেন বিশ্বব্যাপক মিশনের সদস্যরা। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলোয় ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের মতামতকে বিবেচনায় নেয়ার আহ্বান জানান এফবিসিসিআই প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান।

সভায় অন্যদের মধ্যে এফবিসিসিআইয়ের সাবেক পরিচালক মো. আব্দুল হক, মহাসচিব মো. আলমগীর, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স উইংয়ের প্রধান মো. জাফর ইকবাল, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট কেএম ইকবাল হোসেন, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের জয়েন্ট এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ফারুক আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

